দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..14 APR..2012.....
পৃষ্ঠা ..২৬.. কলাম.... ৬......

কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার সনদের স্বীকৃতি সকলের প্রাণের দাবি

ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে

-কওমী মুদাররিছীন ও ছাত্র-যুব পরিষদ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ কওমী অঙ্গনের তানযিমুল মুদাররিছীন বাংলাদেশ ও কওমী মাদ্রাসা ছাত্র-যুব কল্যান পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, কওমী শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রাণের দাবি কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের স্বীকৃতি। এ লক্ষ্যে কওমী শিক্ষা কমিশন গঠনের পর পরই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী মহলটি কমিশন পুনর্গঠনের দাবি তুলে কওমী অঙ্গনকে দ্বিধা বিভক্ত ও স্বীকৃতি বানচালের চক্রান্ত করে চলেছে। নেতৃবৃন্দ কওমী সনদের স্বীকৃতির স্বার্থে এসব ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং এদের প্রতিহত করতে কওমী ছাত্র শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

কওমী ছাত্র-যুব কল্যাণ পরিষদ

কওমী মাদ্রাসা ছাত্র-যুব কল্যাণ পরিষদের এক আলোচনা সভার গতকাল যাত্রাবাড়ীস্থ আইকে মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতির বক্তৃতায় হাফেজ মাওলানা মাসউদুর রহমান বলেন, মুসলিম বাংলাদেশে কওমী মাদ্রাসার ঐতিহ্য রয়েছে। আবার কওমী মাদ্রাসা নিয়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু কওমী আলেম ওলামা এসব ষড়যন্ত্র বরাবরই প্রতিহত করেছে। আগামীতেও করবে। তিনি আরো বলেন, দেশের বিপুল ছাত্র কওমী ধারায় শিক্ষা নিচ্ছে। এদের মুল্যায়নের জন্য কওমী মাদ্রাসা সনদের সরকারি স্বীকৃতি সকলেরই প্রাণের দাবি ব্যক্তি বা গোষ্ঠির স্বার্থে কেউ এ দাবি নিয়ে চক্রান্ত করলে তা প্রতিহত করা হবে। তাই সকল প্রকার বিভ্রান্তি মুক্ত হয়ে যারা বেফাককে কলুষিত করতে চায় তাদের ধোকা থেকে মুক্ত হয়ে কওমী শিক্ষা কমিশনকে গুরুত্ব দিয়ে কওমী সনদের স্বীকৃতির পথের প্রতিবন্ধকতা রুখতে হবে। মুফতী তাসলীমের সঞ্চালনায় সভায় বক্তৃতা করেন মাও. আজিজুর রহমান, মাও. সরদার ইমরান হোসাইন, মুফতী আবদুল্লাহ হাফেজ এনামুল হাসান, মাও. আল মামুন নূর প্রমুখ।

তানযিমুল মুদাররিছীন

কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক সংগঠন 'তানযিমুল মুদাররিছীন বাংলাদেশ'- এর ৫৯ জন মুদাররিছ গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছেন কওমী মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। মিডিয়াসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে কওমী শিক্ষা ধারার বিরুদ্ধে বানোয়াট কল্পিত মিথ্যাচার চলছে। গত সরকারের আমল থেকে এ চেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের কারণে সফল হয়নি। বেফাকের ভিতর ঘাপটি মেরে থাকা একটি স্বার্থান্বেষী মহলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নেতৃত্বের মোহ এবং পরশ্রীকাতরতার রোগে অন্ধ থেকে বিভিন্নভাবে এ অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বেফাকের সভাপতি আল্লামা আহমদ শফী সাহেবকে চেয়ারম্যান ও আল্লামা ফরিদ উদ্দিন মাসউদকে কো-চেয়ারম্যান ও মুফতী রুহুল আমিনকে সদস্য সচিব করে এবং বেফাকের দায়িত্বশীল ১০ জন সহ বিশিষ্ট ১৫ উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। এজন্য প্রধানমন্ত্রী ও উক্ত শিক্ষা কমিশনকে আন্তরিক মোবারকবাদ। কিন্তু প্রত্যাশিত শিক্ষা কমিশন গঠনের পরে আমরা গভীর ভাবে লক্ষ্য করছি যে, বেফাকের নামে বেফাকের মাঝে ঘাপটি মেরে থাকা কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি শিক্ষা কমিশন প্রত্যাখ্যান ও নতুন শিক্ষা কমিশনের নামে জাতির প্রত্যাশিত শিক্ষা সনদ লাভের প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। দেশের সচেতন সমাজকে উক্ত স্বার্থান্বেষী মহল থেকে সাবধান থাকতে হবে।